কালের কণ্ঠ
তারিখ 29 JAN 2017 পৃষ্ঠা ৬ কলাম

পূর্ব ও পশ্চিমের স্কুলে ধর্মশিক্ষা

ইউরোপের চিঠি

সাব্বির খান

দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থানের কারণে আমার মাতৃভূমিতে প্রজন্মের বেড়ে ওঠার ধারাবাহিকতায় যে ছেদগুলো আমি দূর থেকে দেখেছি, সে উপলব্ধি থেকে সুইডিশ মডেলের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমার একটি 'আদর্শিক ও মানবিক মডেল' বলেই মনে হয়েছে। আমার নিজের সন্তানের মতো বাংলাদেশের প্রতিটি সন্তান যদি মুক্ত-মানবিক ভাবধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠতে পারত, তাহলে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের রাজনীতি আমরা উপভোগ করছি, তার টেকসই ধারাবাহিকতাও সুনিশ্চিত হতো

এক সকালে ফোন এলো আমার ছেলে ওমিদের স্কুল থেকে। বিনয়ের সঙ্গে ছেলের ক্লাস টিচার আমাকে অনুরোধ করলেন সময় করে একবার স্কুলে যাওয়ার জন্য। একটা বিষয়ে আলাপ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে তিনি এই অনুরোধ করেছেন বলে জানালেন। বিষয়টি সিরিয়াস কিছু কি না জানতে চাইলেও তিনি ফোনে কিছু বলতে চাইলেন না। বুঝে নিলাম খুব জরুরি কোনো বিষয়েই স্কুল কর্তৃপক্ষ আলাপ করতে চাইছে। ফোন রাখার পর সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলাম, কী এমন হতে পারে! কোনো ঝামেলা হলো কি না বা ছেলে কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়ল কি না।

আমার দুই ছেলেই পড়াশোনা করে প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সুইডেনে স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন ও পরিচালনায় যে স্কুলগুলো, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্যে সেগুলোই বেশি জনপ্রিয়। সরকারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিনা খরচে সুইডেনসহ ইউরোপের সব দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষালয়গুলোয় প্রতিটি ছেলেমেয়েই পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ সবার জন্য বাধ্যতামূলক বলে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই শিক্ষার হার শতভাগ। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের অক্ষম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্যও প্রযোজ্য এবং তাদের জন্য রয়েছে ভিন্ন স্কুলপদ্ধতি। প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলগুলোর উদ্দেশ্য মূলত ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাদান করা। এ ছাড়া সুইডেনে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালিত বেশ কিছু বেসরকারি স্কুল। তবে ভিন্নধারার বেসরকারি স্কুলগুলোর সিলেবাস ও শিক্ষা নীতিমালা অন্যান্য সরকারি স্কুল-কলেজের মতোই রাষ্ট্র নির্ধারণ করে থাকে এবং তা খুব কড়াকড়িভাবেই মেনে চলতে হয়। এর ব্যত্যয়ে বেসরকারি স্কুলগুলো পরিচালনার অনুমোদন হারায়। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে বেসরকারি স্কুলগুলোও সরকারি অনুদান পেয়ে থাকে এবং এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সরকারি স্কুলের মতোই বিনা খরচে পড়াশোনার সুযোগ পায়।

নির্ধারিত দিনে স্কুলে গিয়ে দেখলাম মিটিংয়ে আমি ছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন আরো কিছু অভিভাবক, যাঁরা আরব ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসী। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্লাস টিচার, যিনি মূলত ক্লাসের মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন এবং একজন তত্ত্বাবধায়ক ও একজন শিশুমানসিক-স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা, যিনি স্থানীয় সরকারের শিশুস্বাস্থ্য ও শিশুমানসিক উৎকর্ষ বিকাশের বিষয়টি দেখে থাকেন। আলোচনা শুরু করলেন প্রধান শিক্ষক। তাঁর আলোচনার সূত্র ধরে কিছু পথ এগোতেই বুঝতে পারলাম যে ক্লাসে ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনার ব্যাপারে অভিবাসী কিছু অভিভাবক আপত্তি তুলেছেন এবং সুইডিশ স্কুলে ধর্ম বিষয়ে যে পড়াশোনা হয়, তা বাড়িতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের অনুশীলিত ধর্মীয় মতবাদের বিপক্ষে যায় বলে তাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি প্রদান করেছেন। এ কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ খুবই উদ্বিগ্ন এবং বিষয়টি স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অভিহিত করেছে।

সুইডেনের স্কুলগুলোয় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে নিম্ন শ্রেণি থেকে বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর ওপরেই পাঠদান করা হয়, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। কিন্তু তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে একইভাবে অনুসরিত হয় না। যেমন—ফিনল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালি, স্পেন, জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ ধর্মের বাইরে অন্য কোনো ধর্ম বিষয় পড়তে হয় না বা তারা বাধ্য নয়। এই দেশগুলোয় ধর্মীয় পাঠ দেওয়ার জন্য শিক্ষকও নির্বাচিত হয় মূল ধর্মের শিক্ষকদের মাঝ থেকে। আবার ফ্রান্সের কোনো স্কুলেই ধর্ম বিষয়ে পড়াশোনা করানো হয় না। সুইডেনে রাষ্ট্রীয় নীতিমালা অনুসারে ধর্মবিষয়ক শিক্ষার পাঠ দেওয়া হয়। এই নীতিমালায় যেটা লক্ষণীয় তা হলো, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মনোজগতে বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করার ও তা বিশ্লেষণ করার দ্বার খুলে দেওয়া হয়। মানবিক মূল্যবোধ, জীবনযাত্রা ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ছাড়াও ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সৃষ্টিই রাষ্ট্রের ধর্মীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষকদের দেওয়া হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ। স্কুলের 'অভিভাবক মিটিং' যেভাবে শুরু হয়েছিল, তার ভাবগাম্ভীর্যতা কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছিল। অভিবাসী অভিভাবকরা কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছিলেন না যে স্কুলে যা যেভাবে পড়ানো হয়, তাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো হাত নেই, সবটাই রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান থেকে আসা রাজনৈতিক ও সরকারি সিদ্ধান্ত। শিশুমানসিক-স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেষ্টা বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে 'সুইডেন এমন একটি দেশ, যেখানে মানবিক ভাবধারায় মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটাতে সরকার যুগ যুগ ধরে কাজ করে আসছে, যা আজ 'সুইডিশ মডেল' হিসেবেও বিশ্বে সমাদৃত ও সম্মানিত হচ্ছে। এ দেশে সব ধর্মেরই মানুষ আছে, সবাই স্বাধীনভাবে যাঁর যাঁর ধর্ম পালন করতে পারছেন। আবার এমনও আছেন, যাঁরা তাঁর স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্যধর্ম গ্রহণ করেছেন বা কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে সব ধর্মই ত্যাগ করেছেন। যাঁরা ধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁরা ভিন্ন ধর্মের বা চিন্তার মানুষকে সম্মান দিয়ে থাকেন। কারো বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, যা 'শাস্তিযোগ্য অপরাধ'।

দীর্ঘদিন দেশের বাইরে অবস্থানের কারণে আমার মাতৃভূমিতে প্রজন্মের বেড়ে ওঠার ধারাবাহিকতায় যে ছেদগুলো আমি দূর থেকে দেখেছি, সে উপলব্ধি থেকে সুইডিশ মডেলের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমার একটি 'আদর্শিক ও মানবিক মডেল' বলেই মনে হয়েছে। আমার নিজের সন্তানের মতো বাংলাদেশের প্রতিটি সন্তান যদি মুক্ত-মানবিক ভাবধারার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে উঠতে পারত, তাহলে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের রাজনীতি আমরা উপভোগ করছি, তার টেকসই ধারাবাহিকতাও সুনিশ্চিত হতো। একটি সুশিক্ষিত জাতির দায়ভার শুরু পেশাগতভাবেই শেষ হয় না, জাতির পর্যায়ক্রমিক উন্নতির জন্যও রয়েছে তার দায়বদ্ধতা। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে শিক্ষাক্ষেত্রে সুইডিশ মডেলকে কিছুটা হলেও অনুসরণ করা।

লেখক : সুইডেনপ্রবাসী সাংবাদিক